২৬/৮/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক ইনকিলাব

দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রকারী রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তি দিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দেয়া ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি সিপিডি ও প্রথম আলো পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ও মদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পক্ষে সুপারিশ করা হলে জনমনে তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গতকাল (শনিবার) দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এহেন সুপারিশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা এজন্য এনজিও এবং ইসলামবিরোধী ভারতীয় দালালদের দায়ী করেছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ দেশের সেনাবাহিনী তুলে দেয়া ও ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের দায়ে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবী করেছেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব

৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মাওলানা [illegible] হুদা ফয়েজী ও যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক এটিএম হেমায়েত উদ্দীন এক যুক্ত বিবৃতিতে কতিপয় নাস্তিক বুদ্ধিজীবী ও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কতিপয় এনজিও কর্মকর্তা কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ও স্কুল পর্যায় থেকেও ধর্মীয় শিক্ষা বাদ এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার প্রস্তাবকে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলীন করে ভারতের সাথে একীভূত করে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ একটি স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনী তুলে দেয়া ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে অনতিবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

পিএনপি

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (পিএনপি) চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নীলু ও মহাসচিব এটিএম গোলাম মওলা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আমরা মনে করি, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা ও সেনাবাহিনীর বিরোধিতা করেছে তাদের কারণ দর্শানো সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বিবৃতিতে তারা বলেন, কোন বিশ্বাসঘাতকের জায়গা এদেশের মাটিতে হবে না।

কুরআন সুন্নাহ বাস্তবায়ন আন্দোলন

কুরআন সুন্নাহ বাস্তবায়ন আন্দোলনের চেয়ারম্যান আলহাজ হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম ফয়েজী, মহাসচিব হযরত মাওলানা এমএ কাসেম ও যুগ্ম সচিব মোঃ আমীমুল আহমদ শাব্বীর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, তারা এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করে দেশদ্রোহী ও ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তাদের এ বক্তব্য অতিসত্বর প্রত্যাহার করে জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্যথায় দেশদ্রোহী ও ইসলাম বিদ্বেষের অভিযোগে তাদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি নেতৃবৃন্দ দাবী জানিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের এক সভায় মাদারাসা শিক্ষা বন্ধ ও সেনাবাহিনী ধ্বংসের পাঁয়তারাকারীদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। সভায় ভারতপ্রেমিকদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও দেশপ্রেমিক জনতা তাদের বিচার করবে। সভায় কালাদী শাহাজউদ্দিন জামেয়া-ই-ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় জমিয়াতের সদস্য মাওলানা আবদুল হাই সভাপতিত্ব করেন।

ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিবাদ সভা

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবাদ সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারী হাবিবুল্লাহ বেলালী বলেন, কবীর চৌধুরীর বোন হিন্দু স্বামী গ্রহণ করে নিন্দনীয় হয়েছেন বলে কি তিনি দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিতে চান, যেন আরও অনেকে তার বোনের মত ঘৃণ্য কার্যকলাপ করতে পারে? নাকি আগামী নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগের বিষয়টি তাদের মুরুব্বীদের পছন্দ হয়নি বলে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন? সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মহাসচিব আলহাজ অধ্যক্ষ মাওলানা আক্তার উজ্জামান আল হাদী, বিশ্ব মুসলিম সেবাসংঘের সভাপতি আলহাজ মাওলানা সামছুল হক, বিশ্ব মুসলিম ঐক্যফ্রন্টের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হাই খান, হাফেজ ক্বারী ওলামা কল্যাণ সমিতির যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ক্বারী আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ক্বারী নাসির উদ্দিন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা কবির চৌধুরী এবং তার সহযোগীদের ধর্মবিরোধী এবং দেশবিরোধী পদক্ষেপের কারণে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর আহবান জানান। সভায় বেলালী আরও বলেন, কতিপয় দেশবিরোধী ও ইসলামবিরোধী মুরতাদ চক্র মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ও সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার কথা বলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অবস্থান নিয়েছে।